কিভাবে সলাত আদায় করব ?

মূল:
শায়খ হায়ছাম বিন মুহাম্মদ জামিল সারহান
প্রাক্তন শিক্ষক: মসজিদে নববীস্থ হারাম ইনস্টিটিউট
তত্ত্বাবধায়ক: আত-তাসীল আল-ইলমী ওয়েবসাইট

অনুবাদ:
ড. কাওছার এরশাদ মহাম্মদ
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

بِسۡمِ ٱللَّـهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সলাতের শর্তসমূহ:

১. মুসলিম হওয়া। ২. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। ৩. ভাল-মন্দের পার্থক্যকারী হওয়া। ৪. সাময়িক অপবিত্রতা দূর করা। ৫. অপবিত্র বস্তু পরিষ্কার করা। ৬. গোপনাঙ্গ আবৃত করা। ৭. সলাতের সময় হওয়া। ৮. ক্বিবলামুখী হওয়া। ৯. নিয়্যাত করা।

প্রথম শর্ত : মুসলিম হওয়া,এর বিপরীত হলো কুফরী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেয় বা যে কোন ধরণের ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সম্পাদন করে তাহলে তওবা না করা পর্যন্ত তার সলাত গ্রহণ করা হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত: জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, এর বিপরীত হলো পাগল আর মাতাল।

তৃতীয় শর্ত: পার্থক্যকারী হওয়া। (এখানে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং তার অর্থ হলো জিনিসের পার্থক্য করা। অর্থাৎ সে প্রশ্ন ও উত্তর উভয়টি জানে। এ ক্ষেত্রে বয়সের সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু সাধারণত সাত বছর বয়সে পার্থক্য করতে পারে।) ছোট বাচ্চার সলাত কখন সঠিক হবে? যখন সে বিভিন্ন জিনিসের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে অর্থাৎ প্রশ্ন ও উত্তর বুঝতে পারবে এবং পানি ও আগুনের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারবে। নচেৎ সলাত সহীহ হবে না।

চতুর্থ শর্ত: অপবিত্রতা দূরীভূত করা। এটি আবার দুই প্রকার:

১. বড় অপবিত্রতা: যা গোসলের মাধ্যমে দূর করা হয়।

২. ছোট অপবিত্রতা: যা ওযুর মাধ্যমে দূর করা হয়।

পঞ্চম শর্ত: অপবিত্র বস্তু দূর করা (শরীর হতে, সলাতের জায়গা হতে বা কাপড় হতে। কেউ যদি অপবিত্র অবস্থায় সলাত আদায় করে অথচ সে অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে অবহিত, তা দূর করতে সক্ষম এবং তা তার স্মরনে রয়েছে তাহলে তার সলাত বাতিল। অপবিত্র বস্তু তিনভাবে পরিষ্কার করা যায়:

১. বড় অপবিত্র: যেমন কুকুরের অপবিত্রতা। কুকুরের অপবিত্রতাকে দূর করতে সাত বার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে যার প্রথম বার মাটি দিয়ে।

২. ছোট অপবিত্র: যেমন ছেলে শিশুর পেশাব যে খাবার খায় না (অর্থাৎ শুধু মায়ের দুধ খায়)। এ ক্ষেত্রে পেশাবের স্থানে শুধু পানি ছিটা দিলেই যথেষ্ট, ধৌত করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে বীর্য, মুযী, ওয়াদী বা মানী এগুলো ছোট অপবিত্রের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা পবিত্র। তবে রাসূল (সাঃ) বির্যের ওপর পানি ছিটিয়ে দিতেন যখন বীর্য তরল থাকত, আর যদি বীর্য শুকিয়ে যেত তাহলে তিনি নখ দিয়ে উঠিয়ে ফেলতেন।

৩. মধ্যম অপবিত্র: যেমন নারী-পুরুষের পেশাব। এ ক্ষেত্রে পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

কিছু অপবিত্র বস্তু :

মানুষের পেশাব-পায়খানা, যে সকল প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা বৈধ নয় তার পেশাব ও মল এবং সমস্ত হিংস্র প্রাণী অপবিত্র। তবে তন্মধ্যে কিছু প্রাণীকে পৃথক করা হয়েছে যার থেকে দূরে থাকা কষ্টকর। যেমন-বিড়াল, কচ্ছপ ও গাধা, খচ্চর। অনুরুপ অপবিত্র বস্তু হলো প্রবাহিত রক্ত যা প্রাণী যবেহ করার পর প্রবাহিত হয়। (গোপনাঙ্গ) পথ দিয়ে নির্গত রক্ত, সমস্ত মৃত প্রাণী তবে মৃত মানব, মাছ ও ফড়িং ব্যতীত।

ষষ্ঠ শর্ত: গোপনাঙ্গ আবৃত করা। এটি আবার তিন ধরনের:

১. যা ঢাকার বিধান হালকা: ছোট আবৃত গোপনাঙ্গ তা হলো সাত থেকে দশ বছরের ছেলের ক্ষেত্রে। সে তার দুই গোপনাঙ্গ আবৃত।

২. যা ঢাকা অতি আবশ্যক: অধিক আবৃত গোপনাঙ্গ। তা হলো পূর্ণ বালেগা নারীর ক্ষেত্রে। সে তার মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত করে রাখবে। তবে মাহরাম নয় এমন লোকদের কাছে মুখও আবৃত করে রাখবে।

৩. যা ঢাকার বিধান পূর্বের দৃষ্টির মাঝামাঝি: মধ্যম আবৃত গোপনাঙ্গ। তা হলো উপরোল্লিখিত ব্যতীত সকল অবস্থা। সে তার নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত আবৃত করে রাখবে। এ ক্ষেত্রে দুই কাঁধ আবৃত করা মুস্তাহাব ও তা পূর্ণ সৌন্দর্য গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম শর্ত: সলাতের সময় হওয়া। সলাতের সময় হওয়ার পূর্বে এবং সলাতের সময় শেষ হওয়ার পর সলাত আদায় করা শুদ্ধ হবে না। তবে বিশেষ কারণস্বাপেক্ষে যদি অন্য আরেকটির সাথে একত্রে আদায় করা হয় তবে তা ভিন্ন কথা। যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে সলাতকে বিলম্ব করে তাহলে সে গুনাহগার হবে।

অষ্টম শর্ত: ক্বিবলামুখী হওয়া। তবে সফররত অবস্থায় নফল সলাতে তার বাহন বা বিমান যেদিকে থাক না কেন সে সলাত আদায় করতে পারবে। এবং যদি কিবলামুখী হতে সক্ষম না হয় এবং সেদিক হলে শত্রুর ভয় থাকে তাহলেও কিবলমুখী না হলে সমস্যা নাই।

নবম শর্ত: নিয়্যাত করা। নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর। মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা বিদ'আত। আর যদি নিয়্যাতটা সলাতের কিছু সময় পূর্বে করে অথবা সলাতের সময় শুরু হওয়া মাত্রই করে তবে তার সলাত শুদ্ধ হবে।

বিশেষ সতর্কীকরণ:

১. শর্ত ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে, অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, সেচ্ছায় এ সব কিছু গ্রহণ করা হবে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত অথবা ভুলে তার ওপর অপবিত্র কিছু থাকা অবস্থায় সলাত আদায় করে তবে তার সলাত শুদ্ধ হবে। কেননা এই শর্তটি হলো বর্জনের শর্ত, কর্মের শর্ত নয়।

২.শর্তসমূহ ইবাদতের বহির্ভূত এবং তা ইবাদতের পূর্বে আসে। আর এই শর্তসমূহ ইবাদতের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

সলাতের রুকনসমূহ:

সলাতের রুকনসমূহ: ১৪ টি যথা-

১. সক্ষমতা অনুযায়ী দণ্ডায়মান হওয়া: এটা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে। দাঁ ড়াতে অক্ষম এমন ব্যক্তিদের জন্য ১৪ হওয়া জরুরি নয়। কেননা এমতাবস্থায় দাঁড়ালে সলাতের বিনম্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে দাঁ ড়াতে কিছু সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁ ড়াবে। বসে নফল সলাত আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু সে দাঁড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যদি পার্শ্বদেশে ভর করে সলাত আদায় করে, তাহলে সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে।

২. তাকবীরে তাহরীমা বলা: অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা। এছাড়া অন্য শব্দ বলা বৈধ নয়।

৩. সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা: প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার আয়াত, হারকাত, শব্দসমূহ ও অক্ষরসমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতার সাথে পড়া চায় তা উচ্চস্বরে কেরাতের সলাত হোক বা নিম্ন স্বরের কেরাতের সলাত হোক। যখন সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে তখন তার ওপর সূরা আল-ফাতিহা পড়তে হবে না।

৪. রুকু করা।

৫. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৬. সাতটি অঙ্গের ওপর ভর করে সাজদাহ দেওয়া: (কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ।)

৭. সাজদাহ থেকে উঠা।

৮. দুই সাজদার মাঝে বৈঠক করা।

৯. সকল কাজের ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা: প্রত্যেক রুকনে আবশ্যকীয় দু'আ পড়ার মাধ্যমে ধীরস্থিরতা অবলম্বন হয়ে থাকে।

১০. রুকন সমূহে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

১১. শেষে তাশাহহুদ পাঠ করা।

১২. শেষ তাশাহহুদে বৈঠক করা।

১৩. রাসূল (সাঃ) এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা : দুরূদে ইবরাহীম পড়া।

১৪. দু' দিকে সালাম ফিরানো।

প্রথম রুকন: সক্ষমতা অনুযায়ী দণ্ডায়মান হওয়া।

১. ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে : এটা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে। দাঁড়াতে অক্ষম এমন ব্যক্তিদের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া জরুরী নয়। কেননা এমতাবস্থায় দাঁড়ালে সলাতের বিনম্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁড়াবে।

২. নফল সলাতের ক্ষেত্রে: বসে নফল সলাত আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু সে দাড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যদি পার্শ্বদেশে ভর করে সলাত আদায় করে তাহলে সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় রুকন: তাকবীরে তাহরীমা বলা: অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা। এছাড়া অন্য শব্দ বলা বৈধ নয়।

তৃতীয় রুকন: সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা: প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার আয়াত, হারকাত, শব্দসমূহ ও অক্ষরসমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতার সাথে পড়া চায় তা উচ্চস্বরে কেরাতের সলাত হোক বা নিম্নস্বরের কেরাতের সলাত হোক। যখন সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে তখন তার ওপর সূরা আল-ফাতিহা পড়তে হবে না।

নবম রুকন: সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা: প্রত্যেক রুকনে আবশ্যকীয় দু'আ পড়ার মাধ্যমে ধীরস্থিরতা অবলম্বন হয়ে থাকে।

বিশেষ সতর্কীকরণ:

রুকনসমূহ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। অজ্ঞতাবশত ভুলে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রুকন ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য নয়। রুকনসমূহ ত্যাগ ভুলের সাজদাহ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। বরং ব্যক্তিকে উপস্থিত সলাতকে পুনরায় পড়তে নির্দেশ করা হবে। আর এই সময়ের সলাতের পূর্বে যেসব সলাত পড়েছে এবং কতিপয় রুকন ছেড়ে দিয়েছে তবে এক্ষেত্রে তার ওজর গ্রহণ করা হবে। কেননা নাবী (সাঃ) ভুল পদ্ধতিতে সলাত আদায়কারী এক ব্যক্তিকে সকল সলাতের পুনরাবৃত্তি করতে নির্দেশ করেননি। তাকে শুধু মাত্র উপস্থিত সলাতকে পুনরায় পড়তে বলেছেন, অথচ সে তাতে ধীরস্থিরতা ত্যাগ করেছে। আর তা হলো রুকন। আল্লাহ অধিক জানেন।

সলাতের ওয়াজিবসমূহ:

সলাতের ওয়াজিবসমূহ ৮টি:

১. তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সকল তাকবীর বলা।

২. ইমাম ও একক ব্যক্তি সকলের জন্য سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলা ।

৩. সকলের জন্য رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ) বলা।

৪. রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) বলা।

৫. সিজদাহতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রব্বিইয়াল আলা) বলা।

৬. দুই সাজদার মাঝে رَبِّ اغْفِرْ لِي (রব্বিগফিরলি) বলা।

৭. প্রথম তাশাহহুদে পাঠ করা।

৮. প্রথম তাশাহহুদে বৈঠক করা।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ:

রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) এই শব্দ বলা আবশ্যক। অতঃপর আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে পারবে। এমনিভাবে সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রব্বিইয়াল আলা) এই বলা অতঃপর আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে পারবে।

তাশাহহুদের বর্ণনা:

التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তৃইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: (মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক) সমস্ত ইবাদত, প্রশংসা ও পবিত্র বাক্যসমূহ আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্সিত হোক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের ওপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন মাবূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর সে নাবী (সাঃ) এর প্রতি দরুদে ইবরাহীম পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সল্লি‘আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া‘আলা-আ-লি মুহাম্মাদ, কামা-সল্লাইতা ‘আলা-ইব্-রাহীমা ওয়া‘আলা-আ-লি ইব্-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক ‘আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া‘আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা ‘আলা-ইব্রাহীমা ওয়া‘আলা-আ-লি ইব্-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর শান্তি বর্ষণ কর। যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পরিবারবর্গের ওপর বরকত দান কর, যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর বরকত দান করেছিলে নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

অতঃপর শেষ তাশাহহুদে আল্লাহর নিকট জাহান্ন ম, কবরের শাস্তি হতে, জীবন-মৃত্যুর ও দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাইবে। তারপর সে কিছু ঐচ্ছিক দু'আ নির্বাচন করে পড়বে। তবে এক্ষেত্রে দু'আ মা'সূ রা তথা হাদীসে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ দু'আ। যেমন:

اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চা: ‘আল্লা-হুম্মা আইন্নী আ‘লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা’

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চা: আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুল্মান কাছীরাও ওয়ালা- ইয়াগ্ ফিরুয্যুনূবা ইল্লা- আন্তা ফাগ্ফির্লি মাগ্ফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ার্হাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গফুরুর্ রহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি, তুমি ছাড়া পাপ সমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার ওপর রহমত বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

অতঃপর প্রথম তাশাহ্হুদে যোহর, আসর, মাগরিব ও ‘ইশার সলাতে তাশাহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়াবে। তবে যদি সে এই বৈঠকে রাসূল (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করে তাহলে (তার জন্য”) এ ব্যাপরে হাদীসের ব্যাপকতা বর্ণনার আলোকে এটাই উত্তম। তারপর সে তৃতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়াবে।

সলাতের সুন্নাতসমূহ:

সলাতের সুন্নাতসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. সূচনা বা সানা পড়া: যেমন বর্ণিত হয়েছে-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-’ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা’আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতা-ইয়া-ইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ্দানাস্, আল্লাহুম্মাগ্সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্সালজি ওয়াল্বারাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুব্হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময় হোক, তোমার নাম সুউচ্চ হোক। তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই।

২. দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুর আগে ও পরে ডান হাতের তালু বাম হাতের ওপর রেখে বুকের ওপর রাখা।

৩. হাতের আঙ্গুল গুলো একত্রিত অবস্থায় কাঁধ বা কান বরাবর প্রসারিত করে দু’হাত উত্তোলন করা প্রথম তাকবীরের সময়, রুকু করার সময়, রুকু হতে উঠার সময় ও প্রথম তাশাহ্হুদের পর তৃতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়।

৪. রুকু ও সাজদাতে একাধিক তাসবীহ পাঠ করা।

৫. রুকু হতে উঠার সময় رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ দু‘আটির চেয়ে যা অতিরিক্ত (বর্ণিত হয়েছে) তা পাঠ করা। দুই সাজদার মাঝে ক্ষমা প্রার্থনার দু‘আ একধিকবার পাঠ করা।

৬. রুকুতে পিঠ বরাবর মাথা রাখা।

৭. সাজদাহ করার সময় দুই বাহুকে দুই পার্শ্বদেশ হতে পেটকে দুই রান হতে এবং দুই রানকে দুই পিণ্ডলি হতে পৃথক রাখা।

৮. সাজদার সময় মাটি হতে দুই কনুইকে উঁচু রাখা।

৯. প্রথম তাশাহ্হুদ ও দুই সাজদার মাঝে বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসা এবং ডান পা খাঁড়া করে রাখা।

১০. চার রাক‘আত বা তিন রাক‘আত সলাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে বসা এবং বাম পাকে ডান পায়ের নীচে রেখে ডান পা খাড়া রাখা।

১১. প্রথম ও শেষ তাশাহ্হুদে বসার প্রথম থেকে তাশাহহুদের শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা এবং দু‘আ পাঠ করার সময় নাড়ানো।

১২. প্রথম তাশাহহুদে মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) ও উভয়ের পরিবার প্রতি দরূদ ইবরাহীম পড়া।

১৩. শেষ তাশাহ্হুদে দু‘আ করা।

১৪. ফজরের সলাতে, জুম‘আর সলাতে, দুই ঈদের সলাতে, ইসতেসকার সলাতে ও মাগরিব এবং ‘ইশার সলাতের প্রথম দু রাক‘আতে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা।

১৫. যোহরের সলাতে, আসরের সলাতে, মাগরিবের তৃতীয় রাক‘আতে ও ‘ইশার সলাতের শেষ দুই রাক‘আতে নিম্ন স্বরে কেরাত পড়া।

১৬. সূরা ফাতিহার পর কুরআন হতে যে কোন অংশ পড়া।

জ্ঞাতব্য: আমরা যা উল্লেখ করলাম এটা ছাড়াও সলাতের আরোও সুন্নাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: ইমাম, মুক্তাদী বা একাকি সলাত আদায় করলেও রুকু হতে উঠার পর رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ এ দু‘আটির চেয়ে আরো অতিরিক্ত বর্ণিত দু‘আ পাঠ করা আর এটা সুন্নাত। রুকু করার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পৃথক পৃথক রেখে দুই হাত হাটুর ওপর রাখা।

(সলাত) সূচনার দু‘আ:

প্রত্যেক সলাতের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর রাসূল (সাঃ) হতে বর্ণিত দু‘আগুলো পাঠ করতে হবে। যেমন দু‘আগুলো হলো-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَایَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَایَ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আততা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ্দানাস্, আল্লাহুম্মাগ্সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্সালজি ওয়াল্বারাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰىجَدُّكَ وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুব্‌হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময় হোক, তোমার নাম সুউচ্চ হোক। তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই।

সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ৮টি। সেগুলো হলো-

১. জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা। আর ভুলকারী ও অজ্ঞ ব্যক্তির সলাত নষ্ট হবে না। ২. অট্টহাসি দেওয়া। ৩. খাওয়া। ৪. পান করা। ৫. গোপনাঙ্গ প্রকাশ হওয়া। ৬. ক্বিবলা দিক হতে অন্য দিকে অধিকাংশ ফিরে থাকা। ৭. সলাতে ধারাবাহিকভাবে অপ্রয়োজনীয় কিছু অধিকহারে করা। ৮. ওযূ ভেঙ্গে যাওয়া।

জ্ঞাতব্য: তবে ইমাম যদি কোন কিছু ভুলে যায় অথবা কিরআতে ভুল করে তাহলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলার অর্ন্তভুক্ত হবে না।

সলাতে নড়াচড়া (করা) পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

১. হারাম নড়াচড়া: আর তা হলো অপ্রয়োজনে লাগাতার অধিক নড়া-চড়া হিসেবে পরিচিত। যেমন: খাওয়া ও পান করা।

২. মাকরুহ নড়াচড়া: অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সামান্য নড়াচড়া করা। যেমন- সামান্য তাকাতাকি করা।

৩. মুবাহ নড়াচড়া: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নড়াচড়া করা। যেমন- প্রয়োজনে দাড়ি চুলকানো।

৪. মুস্তাহাব নড়াচড়া: তা হলো এমন নড়াচড়া করা যার ওপর সলাতের পূর্ণতা নির্ভর করে। যেমন- সলাতে কাতারের খালি জায়গা পূর্ণ করা।

৫. ওয়াজিব নড়াচড়া: তা হলো এমন নড়াচড়া করা যার ওপর সলাতের পরিশুদ্ধতা নির্ভর করে। যেমন অপবিত্রতা জিনিস দূর করা।

বিশেষ সতর্কীকরণ:

ইতোপূর্বে সলাতের শর্ত, রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত গত হয়েছে। এগুলোর মাঝে পার্থক্য নির্ণয়:

১. শর্ত: ইবাদতের বাইরের বিষয়। সকল ইবাদতেই প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও ভুল গ্রহণযোগ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গ্রহণযোগ্য নয়। এর কোন সাহু সাজদাহ নেই।

২. রুকন: ইবাদতের আভ্যন্তরীন বিষয়। ইবাদতের কিছু কিছু অংশে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। সাহু সাজদাহ দ্বারা সম্পূর্ণ হয় না। বরং রুকন আদায় করতে হবে।

৩. ওয়াজিব: ইবাদতের আভ্যন্তরীন বিষয়। ইবাদতের কিছু কিছু অংশে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও ভুল গ্রহণযোগ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গ্রহণযোগ্য নয়। সাহু সাজদাহ দ্বারা যথেষ্ট হবে।

৪. সুন্নাত: ইবাদতের আভ্যন্তরীন বিষয়। ইবাদতের কিছু কিছু অংশে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গ্রহণযোগ্য।

সাহু সাজদাহ:

সাহু সাজদাহ এর কারণ:

১. বৃদ্ধি: কোন কিছু অতিরিক্ত করা। যেমন: রুকু, সাজদাহ, কিয়াম, বৈঠক বৃদ্ধি করা।

২. ঘাটতি করা: যেমন কোন ওয়াজিব ছুটে যাওয়া এবং তার স্থান ছুটে যাওয়া।

৩. সন্দেহ হওয়া : যেমন- সে কত রাকআত সলাত পড়েছে? তিন নাকি চার রাকআত। এটা আবার দুই ধরণের:

১. সলাত চলাকালীন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া: যদি তার সন্দেহ প্রবল হয় তাহলে সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই। আর যদি সন্দেহের দিক কম হয় তাহলে তার নিকট যা অগ্রাধিকার পায় সে তার সিদ্ধান্ত নিবে অন্যথায় কমের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবে।

২. সলাত শেষ হওয়ার পর সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া: এ ক্ষেত্রে সন্দেহের ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই।

জ্ঞাতব্য:

--আর যদি সে সাহু সাজদাতেও ভুল করে তাহলে কোন সমস্যা নেই সলাত সঠিক হবে।

--আর যদি রুকন ছুটে যায় তাহলে উক্ত রুকন এবং তার পরবর্তী অবশিষ্টগুলো আদায় না করা পর্যন্ত ও সাহু সাজদাহ না দেওয়া পর্যন্ত সলাত বিশুদ্ধ হবে না।

--আর যদি ভুলবশত ওয়াজিব ছুটে যায় ও তার স্থান পার হয়ে যায় তাহলেও সাহু সাজদাহ দিতে হবে।

সংক্ষিপ্তাকারে ছবিসহ সলাত আদায়ের পদ্ধতি:

প্রথমত একজন মুসলিম বাড়িতে ওযূ করবে, সুন্দর পোশাক পরিধান করবে তারপর মাসজিদে যাবে। তার জন্য সওয়ারিতে চড়া বৈধ। পথ চলার সময় অবশ্যই ধীরস্থিরতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ দ্রুত হাটবে না বা দৌড়াবে না, অনর্থক এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করবে না ও উচ্চস্বরে কথাও বলবে না।

অতঃপর যখন সে মাসজিদের নিকটে পৌঁছবে তখন তার সেন্ডেল খুলে জুতা রাখার নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে এমনকি দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় সাথে রেখে দিবে অর্থাৎ দুনিয়ার কোন চিন্তা মাথায় রাখবেনা। কেননা মাসজিদে ক্রয়বিক্রয় করা ও হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া হারাম। প্রবেশের সময় ডান পা আগে প্রবেশ করাবে এবং বলবে

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি অসসলাতু অস-সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের ওপর। হে আল্লাহ আমার জন্য তুমি তোমার করুনার দুয়ারসমূহ খুলে দাও। আর বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করবে এবং বলবে,

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি অস্সলাতু অস-সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আলআলুকা মিন ফাযলিকা।

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের ওপর। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রা র্থনা করছি।

পুরুষরা সামনের কাতারে দাঁড়াবে এবং মহিলারা পিছনের কাতারে দাঁড়াবে। যদি সলাতের ইকামাত দেওয়া হয়ে যায় তাহলে প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলবে তারপর ইমামকে যে অবস্থায় পাবে তার সাথে সলাতে) শামিল হবে। যদি ইমামকে দাঁড়ানো বা রুকু করা অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে সেটা রাক'আত হিসেবে গণ্য করবে।

অতঃপর যখন ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন সে তার ছুটে যাওয়া রাক'আত পূর্ণ করবে। আর যদি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ইকামাত দেওয়া হয়নি তাহলে সলাতের পূর্বের সুন্নাতগুলো আদায় করবে। যদি সলাতের পূর্বের সুন্নাত সলাত না থাকে, তাহলে বসার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাক'আত আদায় করবে। মাসজিদের সম্মান বিনষ্ট হয় এমন কাজ করা যাবে না। যেমন- যেমন সলাতে দাঁড়িয়ে ঘড়ির দিকে বার বার তাকানো বা গলায় আওয়াজ দেওয়া ইত্যাদি। ইমাম ও একাকী ব্যক্তি সুতরাহকে সামনে করে সলাত আদায় করা সুন্নাত আর ইমামের সুতরাই মুক্তাদির সুতরাহ।

দুই কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান দুই পায়ের মাঝ খানে ফাঁকা রাখবে এর চেয়ে বেশি নয় ও কমেও নয় এবং পাদ্বয়ের বহির্ভাগ সমান রাখবে।

তারপর সলাতের অবশিষ্ট শর্তসমূহ পূর্ণ করবে অতঃপর "আল্লা হু আকবার" বলবে এবং সাথে সাথে দুই হাতের আঙ্গুল গুলো একত্রিত রেখে দুই হাত কান বা কাধ বরাবর উত্তোলন করবে এবং দুই তালুকে ক্বিবলামুখী রাখবে।

তারপর ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে কিংবা কব্জি বা বাহুর ওপর রাখবে অথবা আঁকড়ে ধরবে।

সে তার দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে রাখবে। এদিক সেদিক ফিরাবে না।

তারপর শুধু প্রথম রাক‘আতে সানা পড়া মুস্তাহাব। তবে উত্তম হচ্ছে বিভিন্ন দু‘আ পড়া যে দু‘আগুলো সানার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। তারপর আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলবে,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম।

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর বলবে-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

অর্থ: আমি পরম করুনাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

তারপর সূরা ফাতিহা তার হরকত, অক্ষর, শব্দ ও আয়াতসমূহকে পূর্ণকরে ধারাবাহিকভাবে পাঠ করবে তারপর আউযুবিল্লাহ ছাড়াই কুরআন থেকে সাধ্যমত কিছু পড়বে।

তবে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে। তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে দুই হাত উত্তোলন করবে যেমনভাবে তাকবীরাহ তাহরিমাতে উত্তোলন করেছিল এবং রুকু করবে। হাটুকে আঁকড়ে ধরবে এবং কনুইদ্বয়কে ভাজ করবে না এবং পিঠ ও মাথা বরাবর রাখবে। আর কমপক্ষে একবার বলবে-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ উচ্চারণ: সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম

অর্থ: আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

তবে রুকুর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত দু‘আগুলো রুকুতে পড়া মুস্তাহাব।

তারপর রুকু হতে উঠার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে বলবে

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ উচ্চারণ: সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ

এবং সাথে সাথে দুই হাত কান বা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন বলবে- দোয়া

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ উচ্চারণ: রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ

এবং হাদীসে বর্ণিত দু‘আ গুলো পড়া মুস্তাহাব। তারপর হাত উত্তোলন ছাড়াই “আল্মা হু আকবার” বলবে এবং সাত অঙ্গের ওপর ভর দিয়ে সাজদাহ করবে। তা হলো: কপাল ও নাক, দুই তালু, দুই হাঁটু, দুইপায়ের আঙ্গুলের পেট। দুই বগলের মাঝে পেট ও রানের মাঝে এবং রান ও পিন্ডলির মাঝে দূরত্ব বজায় রাখবে। দুই কুনুইকে মাটি থেকে উঁচু রাখবে।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى উচ্চারণ: সুবহানা রব্বিইয়াল আ‘লা

অর্থ: আমি আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

একবার বলবে। একাধিকবার বলা সুন্নাত এবং দু‘আ করবে। উত্তম হলো বর্ধিত দু‘আর মাধ্যমে দু‘আ করা।

তারপর “আল্লাহু আকবার” বলবে এবং বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে ও আঙ্গুলগুলোর পেটকে মাটিতে রাখবে। হাতের আঙ্গুলগুলোকে ক্বিবলামুখী করে রাখবে। দুই তালুর রানের শেষভাগে রাখবে। এ ধরণের বসা সলাতে বসার সকল স্থানে করতে হবে। তবে চার রাক‘আত বা তিন রাক‘আত বিশিষ্ট সলাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে বসবে এবং বাম পাকে ডান পায়ের পিন্ডলির (গোছার) নীচে রাখবে।

তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে সাজদাহ করবে প্রথম সাজদার মত। তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে দ্বিতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়াবে। প্রথম রাক‘আতে যেমনটি করেছে ঠিক দ্বিতীয় রাক‘আতেও করবে কিন্তু দ্বিতীয় রাক‘আতে তাকবীরে তাহরিমা ও সানা নেই। যখন দ্বিতীয় রাক‘আত শেষ করবে তখন তাশাহহুদের জন্য বৈঠক করবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুলকে মিলিয়ে গোল করে রাখবে এবং তা নাড়াবে ও দু‘আ পড়বে। এখানে তাশাহহুদ পড়া আবশ্যক। যদি দুই রাক‘আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে দরূদে ইবরাহীম পড়া আবশ্যক। আর চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যথা-

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়ায়ি-ওয়াল মামা-ত।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

এখানে সে তার পছন্দনীয় দু‘আ পড়তে পারে তবে হাদীসে বর্ণিত দু‘আ পড়াই উত্তম। তার সাথে এটাও বলবে:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: ‘আল্ল-হুম্মা আইন্নী আ‘লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা’ অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

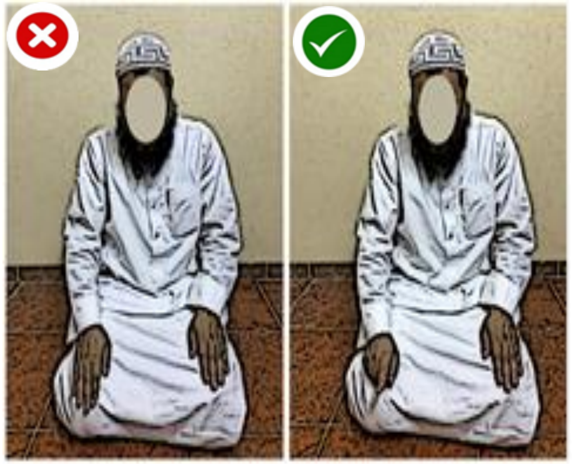

তারপর দুই দিকে ডানে ও বামে শুধু মাথা ঘুরিয়ে সালাম ফিরাবে কিন্তু কাঁধ ঘুরাবে না। নীচে বা উপরে মাথা নাড়াবে না ও হাত দিয়ে ইশারা করবে না।

আর যদি সলাত তিন বা চার রাক‘আত বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রথম তাশাহহুদের সাথে মুস্তাহাব হিসেবে দরূদে ইবরাহীম পড়ার পর দাঁড়িয়ে যাবে। যদি তিন রাক‘আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে তাকবীর দিয়ে তৃতীয় রাক‘আত পূর্ণ করবে এবং তাশাহহুদের জন্য বসে যাবে। আর যদি চার রাক‘আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে চতুর্থ রাক‘আত আদায় করার পর শেষ তাশাহহুদের জন্য বসবে। তারপর দরূদে ইবরাহীম এবং চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রা র্থনা করবে। যথা-

للَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ দাজ্জালি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়ায়ি-ওয়াল মামা-তি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

এখানে সে তার পছন্দনীয় দু'আ পড়তে পারে তবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়াই উত্তম। তার সাথে এটাও বলবে:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

আর যদি ফরয সলাত হয় তাহলে সালামের পর বর্ণিত দু'আসমূহ সলাতের পরে পড়া মুস্তাহাব। যেমন-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণ: (আস্ তাগফিরুল্লাহ) তিনবার (আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উদ্ভূত হয়। তুমি বরকতময়। হে মহাত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী।

سُبْحَانَ اللهِ (সুব্হানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্হামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্বার) ৩৪ বার অথবা ৩৩ সাথে নিম্নের কালিমা পড়া-

لَا إِلَهَ اَلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহূ লা- শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। এর পর আয়াতুল কুরসী পড়বে-

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

উচ্চারণ: আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাউম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা- ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা- বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খলফাহুম,ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইল্‌মিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ; ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়া উদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইউল আযীম।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞনের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আল বাক্বারা:২:২৫৫) এরপর নিম্নের তিনটি সূরা পড়বে-
সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

বিশেষ সতর্কতা:

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে সলাতে গোপনাঙ্গ ঢাকা সলাতের বিশুদ্ধতার অন্যতম একটি শর্ত। তাই মুসল্লী ব্যক্তি সলাতে তা প্রকাশ থেকে সতর্ক থাকে। ফলে এর কারণে তার সলাত যেন বাতিল হয়ে না যায়।

মুক্তাদী যদি ঈমামের সাথে সলাত পড়ে তবে ঈমামের ডান পাশে তার জন্য দাঁড়ানো বৈধ। এবং টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াবে, তার আগেও যাবে না পিছেও যাবে না। আর অন্যান্য মুসল্লীর সাথে দাড়ালেও একই নিয়মে দাঁড়াবে (তথা টাখনু মিলিয়ে সমান ভাবে)।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم